করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১

[১]আমি পৌল- আল্লাহর ইচ্ছায় মসিহ হযরত ইসা আ. এর একজন হাওয়ারি হওয়ার জন্যে আহূত- এবং আমাদের ভাই সুস্তানিস, [২]করিন্থে অবস্থিত আল্লাহর ইমানদার দলের কাছে লিখছি যাঁরা মসিহ ইসার মাধ্যমে পবিত্র হয়েছেন ও ওলি হওয়ার জন্যে আহূত, সেইসাথে সবজায়গায় যারা হযরত ইসা মসিহকে স্মরণ করে, তাদের কাছে; তিনি তো তাদের এবং আমাদের হযরত: [৩]হযরত ইসা মসিহ এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর রহমত ও শান্তি তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক।

[৪]মসিহ হযরত ইসা আ. এর মাধ্যমে আল্লাহর যে-রহমত তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, সেই রহমতের কারণে আমি তোমাদের জন্যে সব সময় আমার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি; [৫]কেননা তাঁর মাধ্যমেই তোমরা সবরকমের কথায় ও জ্ঞানে, সবদিক দিয়েই সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছো- [৬]ঠিক যেভাবে তোমাদের মাঝে মসিহ সম্বন্ধে সাক্ষ্য সুদৃঢ় হয়েছে- [৭]সেজন্যই তোমরা হযরত ইসা মসিহের আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছো বলে তোমাদের রুহানি দানের কোনো অভাব হচ্ছে না।

[৮]তিনিই তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে সাহায্যও করে যাবেন, যেনো তোমরা হযরত ইসা মসিহের দিনে নির্দোষ হতে পারো।

[৯]আল্লাহ বিশ্বাস্ত; তিনিই তোমাদেরকে ডেকেছেন তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীত জন হযরত ইসা মসিহের সাহচর্যলাভের জন্যে।

[১০]ভাই ও বোনেরা, হযরত ইসা মসিহের নামের দোহাই দিয়ে আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তোমাদের মাঝে যেনো মতৈক্য থাকে এবং কোনো রকম দলাদলি না-থাকে, বরং তোমরা একই চিন্তায় ও উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হও।

[১১]কেননা, ভাই ও বোনেরা আমার, খুলুয়ির লোকদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের ভেতর বিবাদ রয়েছে।

[১২]আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো এই যে, তোমরা প্রত্যেকে বলে থাকো, "আমি পৌলের লোক," কিংবা "আমি আপল্লোর লোক," অথবা "আমি কেফাসের লোক," বা "আমি মসিহের লোক।"

[১৩]মসিহকে কি ভাগ করা হছেয়ে? পৌল কি তোমাদের জন্য সলিববিদ্ধ হয়েছিলো? তোমরা কি পৌলের নামে বায়াত নিয়েছিলে?

[১৪]আমি আল্লাহর শুকরিয় আদায় করি যে, ক্রিস্পাস ও গাইয়ুসকে ছাড়া তোমাদের কাউকেই আমি বায়াত দেইনি, [১৫]যাতে কেউই বলতে না পারে যে, তোমরা আমার নামে বায়াত নিয়েছিলে।

[১৬]অবশ্য স্তিফানের পরিবারের লোকদেরকেও আমি বায়াত দিয়েছি; এছাড়া আর কাউকে আমি বায়াত করেছি কি-না আমার মনে পড়ে না।

[১৭]মসিহ আমকে বায়াত করতে নয়, বরং সুখবর প্রচার করতে পাঠিয়েছেন- তাও আবার বাকপটুর বিজ্ঞতায় নয়, যাতে মসিহের সলিব ক্ষমতা-শূন্য হয়ে না-পড়ে।

[১৮]যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সলিবের বাণী তাদের কাছে মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়; কিন্তু আমরা যারা নাজাত পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা আল্লাহর শক্তি।

[১৯]কেননা লেখা আছে, "নিশ্চয়ই আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান ধ্বংস করে দেবো এবং বুদ্ধিমানদের উপলব্ধি করার আগ্রহ ব্যর্থ করে দেবো।"

[২০]কিন্তু যে জ্ঞানী, সে কোথায়? আলেম কোথায়? আর কোথায়ই-বা এ-যুগের তর্কবাগিশেরা? জগতের জ্ঞানকে কি আল্লাহ মূর্খতায় পরিণত করেননি?

[২১]যেহেতু আল্লাহ তাঁর নিজের বিচক্ষণতায়, আমাদের প্রচারের মূর্খতার ভেতর দিয়ে, ইমানদারদেরকে নাজাত দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেহেতু জ্ঞানের ভেতর দিয়ে দুনিয়া আল্লাহকে জানতে পারেনি।

[২২]কারণ ইহুদিরা নানা চিহ্ন দেখতে চায়, গ্রিকেরা জ্ঞান খোঁজ করে, [২৩]কিন্তু আমরা সেই সলিববিদ্ধ মসিহকে প্রচার করি, যিনি ইহুদিদের কাছে প্রতিবন্ধকতা আর অ-ইহুদিদের কাছে মূর্খতা, [২৪]কিন্তু যারা আহ্বানপ্রাপ্ত, তারা ইহুদি হোক বা অ-ইহুদি হোক, তাদের কাছে মসিহই আল্লাহর শক্তি এবং আল্লাহর বিজ্ঞতা।

[২৫]কেননা আল্লাহর মূর্খতা মানুষের জ্ঞানের চেয়েও জ্ঞানপূর্ণ, আর আল্লাহর দুর্বলতা মানুষের শক্তির চেয়েও শক্তিপূর্ণ।

[২৬]ভাই ও বোনেরা, তোমরা নিজেদের আহ্বানের কথা বিবেচনা করো: মানুষের বিচারে তোমরা অনেকেই জ্ঞানী ছিলে না, অনেকেই ক্ষমতাশালী ছিলে না এবং অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলে না।

[২৭]কিন্তু জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্য পৃথিবীতে যারা নির্বোধ এবং সবলদের লজ্জা দেবার জন্য পৃথিবীতে যারা দুর্বল, আল্লাহ তাদেরই বেছে নিয়েছেন; [২৮]জগতে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে, সেগুলোকে অস্তিত্বহীনে পরিণত

করার জন্যে যা-কিছু নীচ, ঘৃণ্য, অস্তিত্বহীন, আল্লাহ তা-ই বেছে নিয়েছেন। [২৯]যেনো আল্লাহর সামনে কেউ গর্ব করতে না-পারে।

[৩০]মসিহ হযরত ইসা আ. এর মাধ্যমে তোমাদের যে-জীবন, সে-জীবনের উৎস আল্লাহ। আমাদের জন্যে হযরত ইসা মসিহ হয়ে উঠেছেন আল্লাহর দেওয়া বিচক্ষণতা, ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও নাজাত। [৩১]এই জন্য যে, যেমনটি লেখা আছে, "যে গর্ব করতে চায়, সে আল্লাহকে নিয়েই গর্ব করুক।"